যুগান্তর

তারিখ 28 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেডিকেলে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ

আহত ১৫ : প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

যুগান্তর রিপোর্ট

মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজধানীর ঢাকা এবং চট্টগ্রামে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সমাবেশ কর্মসূচিতে সোমবার দফায় দফায় বাধা দিয়েছে পুলিশ। সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পূর্বঘোষিত সমাবেশস্থলে ভর্তিচ্ছুরা সমবেত হতে থাকলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এ সময় পুলিশের লাঠিপেটা ও ধাক্কাধাক্কিতে আহত হয় কমপক্ষে ১৫ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৬ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়। এদিকে ঘটনার সময় পুলিশ ৯ জনকে আটক করেছে। পরে বিকালে ভর্তি নিয়ে সরকারের নেয়া সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি দেয়।

রাজধানী ঢাকায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্ত ২০১৬ সাল পর্যন্ত স্থগিত রাখার দাবিতে পূর্বঘোষণা অনুযায়ী সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশের লাঠিচার্জ : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

লাঠিচার্জ : শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তারা। সমাবেশ শেষে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেয়ার কথা ছিল। এ জন্য সকাল সোয়া ৯টার দিকে সমাবেশ স্থলে শত শত ভর্তিচ্ছু জড়ো হতে শুরু করে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে এবং তাদের কাছ থেকে ব্যানার ও স্মারকলিপি কেড়ে নেয়। এ সময় তারা পাঁচ শিক্ষার্থীকে আটক করে। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানালে পুলিশের সঙ্গে ভর্তিচ্ছুদের ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। পুলিশ একপর্যায়ে ভর্তিচ্ছুদের লাঠিচার্জ করলে আহত হয় কমপক্ষে ১৫ জন। পুলিশের বাধার মুখেও শিক্ষার্থীরা অবস্থান না ছাড়লে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে আরও চার শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। আটককৃতদের মধ্যে রয়েছেন ইমদাদুল হক তুষার, শিহাব আহসান খান, মোঃ রুবেল, মোহাব্বির হাসান নিবিড়, আহমেদ ইমতিয়াজ রাফাত, মোঃ জাহিদ হাসান, মোঃ মাহফুজুর রহমান ও ফয়রুল ইসলাম সাকির।

এ ব্যাপারে শাহবাগ থানার ওসি সিরাজুল ইসলাম যুগান্তরকে জানান, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জড়ো হয়ে সমাবেশ করার কোন পূর্ব অনুমতি ছিল না। আইন-শৃংখলার ব্যাঘাত ঘটতে পারে এমন আশংকায় তারা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আটক করেছেন। এদিকে পুলিশের বাধার মুখে শহীদ মিনার থেকে সরে গিয়ে আন্দোলনকারীরা বেলা ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের সামনে অবস্থান নেয়। কিছু কিছুক্ষণ পর পুলিশ সেখান থেকেও তাদের তুলে দেয়। এ সময় আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ঢাকা মেডিকেলসহ আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পরে তারা আবার একত্রিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় গিয়ে রাজু ভাস্কর্যের সামনে সমাবেশ শুরু করে। এভাবে কয়েক দফা অবস্থান পরিবর্তন করে বিকাল ৩টায় শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর দফতরে স্মারকলিপি প্রদান করে।

এ সময় মেডিকেলে ভর্তিচ্ছু আন্দোলনকারী শরীফুল আলম ইসলাম বলেন, তারা বিশৃংখলা করতে আসেননি। ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার দাবি জানাতে এসেছিল। কিন্তু পুলিশ শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছে। তিনি আটক শিক্ষার্থীদের ছেড়ে দেয়ার জন্যও পুলিশ প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান। এ বিষয়ে পুলিশের রমনা জোনের সহকারী কমিশনার শিবলী নোমান জানান, যাদের আটক করা হয়েছে তাদের কাউকে গ্রেফতার দেখানো হয়নি। অভিভাবকরা এলেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে।

এদিকে রাজধানী ছাড়াও সোমবার চট্টগ্রামের জিইসি মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে ভর্তিচ্ছুরা। বেলা ১১টা থেকে শিক্ষার্থীরা নগরীর ব্যস্ততম এ মোড়ে অবস্থান নিলে সারা শহরে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হলেও নিজেদের দাবিতে অনড় থাকে আন্দোলনকারীরা। পরে সোয়া ১টার দিকে তারা মিছিল নিয়ে ওই প্রেস ক্লাবের দিকে চলে যায়। পুলিশ জানায়, অনেক বোঝানোর পর তারা সরে গেছে।

১২ আগস্ট ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষাবিষয়ক নীতি-নির্ধারণী সভা। এর প্রতিবাদে তখনই আন্দোলনে নামেন ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়া শিক্ষার্থীরা। ১৩ ও ১৪ আগস্ট রমজানের মধ্যে টানা দু'দিন রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় প্রেস ক্লাব ও শাহবাগ মোড়ে দিনভর বিক্ষোভ ও ধর্মঘটে তীব্র যানজট সৃষ্টি হলে ঢাকা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ঈদের ছুটির কারণে ১৪ আগস্টের আন্দোলন ২৬ আগস্ট পর্যন্ত সাময়িক স্থগিত করে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ২৭ আগস্ট আবার শহীদ মিনারে একত্রিত হয়ে নতুন কর্মসূচি দেয়া বলে ঘোষণা দেয়া হয়। আলটিমেটাম শেষ হলে রোববার আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি ফারজানা আফরিন জানান, সোমবারের মধ্যে কেন ঘোষণা না এলে ২৮ আগস্ট থেকে কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে তারা। সোমবার আন্দোলনকারীরা সে উদ্দেশ্যেই শহীদ মিনারে একত্রিত হচ্ছিল। এদিকে ভর্তির বিষয়টি এখন আদালতে গড়িয়েছে। ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তি কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে পৃথক দুটি রিট হয়েছে। সোমবার একটি রিটের বিতর্ক রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট।